গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নম্বর-৩৭.০২.০০০০.১০২.৩৭.০০৫.২০২০/ ৯৮৫৩/৫ হিসাব

তারিখ: ০৮/১২/২০২১ খ্রি.

বিষয়: উচ্চতর পদে যোগদান ও পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড এবং বি.এড স্কেল প্রাপ্তির কারণে শিক্ষক-কর্মচারী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত বেতন-ভাতা'র পরিবর্তে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান

সূত্র: (১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১১/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখের রেজুলেশন;
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭(অংশ-১).১২১, তারিখ: ২৮/০৩/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত এবং বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীগণের উচ্চতর পদে যোগদান, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড এবং বি.এড স্কেল প্রাপ্তির কারণে সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করে বেতন নির্ধারণ (pay fixation) করার ফলে উচ্চতর পদে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তদের অনুকূলে তাঁদের প্রাপ্য বেতনের কম বা বেশি বেতন-ভাতা বরাদ্দ যাচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার জটিলতা এবং আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১১/১১/২০২১ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে সকল শিক্ষক-কর্মচারী প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন, গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, যে সকল শিক্ষক-কর্মচারীগণের মূল বেতন যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়নি এবং প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে অনলাইনে বিধি মোতাবেক এম.পি.ও. সীটে বেতন স্কেল সংশোধন পূর্বক গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ চালানের মাধ্যমে ৭ মার্চ ২০২২ ইং তারিখের মধ্যে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলে দায়ী থাকবেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংযুক্তি: বেতন নির্ধারণের নিয়মাবলী

৪.12.২০২১

প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)
ফোনঃ ০২২২৩৩৮৩৪৩৯

বিতরণ:
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
---------- (সকল)

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, আঞ্চলিক কার্যালয় ---------- সকল
০২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, আঞ্চলিক কার্যালয় ---------- সকল
০৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, ---------- সকল
০৪। ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি, ---------- (সকল)
০৫। পিএটু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
০৬। সংরক্ষণ নথি

Notice

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন নির্ধারণের নিয়মাবলী:

১। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুসারে প্রতি আর্থিক বছরের ১ জুলাই তারিখে শিক্ষক কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি নির্ধারণ (pay fixation) এর শর্ত:

এ বেতন স্কেলের ১০.১ ধারায় বলা আছে "সকল কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হইবে প্রতি বৎসর ১ জুলাই অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর সকল কর্মচারীর পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হইবে ১ জুলাই ২০১৬" তবে শর্ত থাকে যে, নতুন যোগদানকৃত কোন কর্মচারীর কোয়ালিফাইং চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ৬ (ছয়) হইলে তিনি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।" অতএব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল এন্ড কলেজ) এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে হবে।

উদাহরণ:

১। মনেকরি একজন সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেডে থাকা অবস্থায় ০৩(তিন) টি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে তাঁর মুল বেতন ছিলো ১৮,৫৩০ টাকা। এ অবস্থায় ৩০ জুন, ২০২১ এর পুর্বে যে কোনো সময় তিনি উচ্চতর স্কেল পেয়ে ৯ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন এবং তাঁর মুল বেতন ২২,০০০ টাকা হয়েছে। জুলাই-২০২১ মাসে তাঁর বর্তমান মুল বেতন ২২,০০০ টাকার সাথে পে-স্কেল-২০১৫ অনুসারে একটি ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হবে এবং তিনি ২৩,১০০ টাকা মুল বেতন প্রাপ্য হবেন।

২। মনেকরি একজন প্রভাষক ৯ম গ্রেডে থাকা অবস্থায় ০৩(তিন) টি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে তাঁর মুল বেতন ছিলো ২৫,৪৮০ টাকা। এ অবস্থায় ৩০ জুন, ২০২১ এর পুর্বে যে কোনো সময় তিনি উচ্চতর স্কেল পেয়ে ৮ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন এবং তাঁর মুল বেতন ২৬,৬৩০ টাকা হয়েছে। জুলাই-২০২১ মাসে তাঁর বর্তমান মুল বেতন ২৬,৬৩০ টাকার সাথে পে-স্কেল-২০১৫ অনুসারে একটি ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হবে এবং তিনি ২৭,৯৭০ টাকা মুল বেতন প্রাপ্য হবেন।

২। শিক্ষক কর্মচারীদের উচ্চতর পদে যোগদান, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি বা অন্য যেকোন বিধি সম্মত কারণ উচ্চতর বেতন গ্রেডে উন্নিত হলে তাদের বেতন নির্ধারণের শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) ০১ জুলাই, ২০১৮ এর পর যাঁরা নতুন ভাবে ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাদের অধ্যক্ষ হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্তির সময় মূল বেতন হবে ৫০,০০০ টাকা।

২) ০১ জুলাই, ২০১৮ এর পর যাঁরা নতুন ভাবে ডিগ্রি কলেজে উপাধ্যক্ষ বা উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্তির হয়েছেন বর্তমান পদে এমপিওভুক্তির সময় তাদের মূল বেতন হবে ৪৩,০০০ টাকা।

৩) ০১ জুলাই, ২০১৮ এর পর থেকে যাঁরা কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাদের বর্তমান পদে এম.পি.ও.ভুক্তির সময় মূল বেতনহ বে ৩৫,৫০০ টাকা।

৪) ০১ জুলাই, ২০১৮ এর পর থেকে যাঁরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাদের বর্তমান পদে এম.পি.ও.ভুক্তির সময় মূল বেতন হবে ২৯,০০০ টাকা।

৫) ০১ জুলাই, ২০১৮ এর পর থেকে যে সকল শিক্ষক বি.এড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের বি.এড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল পাওয়ার সময় মূল বেতন ৭ম, ৯ম ও ১০ম গ্রেডে যথাক্রমে ২৯,০০০ টাকা, ২২,০০০ টাকা ও ১৬,০০০ টাকা হবে।

৬) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ জারির পূর্বে যে সকল শিক্ষক-কর্মচারী একাধিক উচ্চতর গ্রেড বা টাইম স্কেল প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের ২য় উচ্চতর গ্রেড বা টাইম স্কেল বিধি বহির্ভুত হিসেবে গণ্য হবে।

৭) বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা বা বিভিন্ন পরিপত্র অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারীগণের পদ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বেতন কোড ও স্কেল নির্ধারণ করা হয়েছে। এম.পি.ও.ভুক্তির সময় কোনো শিক্ষক-কর্মচারী নিজ পদের জন্য নির্ধারিত বেতন কোড ও স্কেলের অধিক বেতন প্রাপ্ত হলে অতিরিক্ত বেতন-ভাতা বিধি বহির্ভুত হিসেবে গণ্য হবে।

৮) এছাড়া ০১ জুলাই, ২০১৮ তারিখের পর যে কোনো পদের বেতন গ্রেড বিধি মোতাবেক পরিবর্তন হলে নতুন গ্রেডে তাদের বেতন জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ ও বেতন নির্ধারণ (Pay fixation) নীতি অনুসারে পূন:নির্ধারিত হবে।

উদাহরণ:

১। একজন ডিগ্রি (পাশ) কলেজের উপাধ্যক্ষ বা উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষের ৫ম গ্রেডে থাকা অবস্থায় ০৩(তিন) টি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে ০১জুলাই, ২০২১ এর পুর্বে তাঁর মুল বেতন ছিলো ৪৯,০৯০ টাকা। এ অবস্থায় ডিগ্রি (পাশ) কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তাঁর মুল বেতন ৪র্থ গ্রেডে ৫০,০০০ টাকা হবে। অর্থাৎ ডিগ্রি (পাশ) কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাওয়ার পূর্বে ডিগ্রি (পাশ) কলেজের উপাধ্যক্ষ বা উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ৫ম গ্রেডে তাঁর সর্বশেষ মূল বেতন ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম না করলে ডিগ্রি (পাশ) কলেজের অধ্যক্ষ পদে তিনি ৪র্থ গ্রেডে ৫০,০০০ টাকা মূল বেতন প্রাপ্য হবেন। তবে পূর্ব পদের মূল বেতন ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করলে ৪র্থ গ্রেডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করে তাঁর মূল বেতন নির্ধারিত হবে।

২। একজন সহকারী শিক্ষক ১১তম/১০ম/৯ম গ্রেডে চাকরিরত অবস্থায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে তিনি ৮ম গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হবেন। সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত অবস্থায় তাঁর সর্বশেষ মূল বেতন যদি ২৩,০০০ টাকা বা তার কম থাকে তাহলে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে তিনি ৮ম গ্রেডে ২৩,০০০ টাকা মূল বেতন প্রাপ্য হবেন। তবে সহকারী শিক্ষক পদের মূল বেতন ২৩,০০০ টাকা অতিক্রম করলে ৮ম গ্রেডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করে তাঁর মূল বেতন নির্ধারিত হবে।